বন্ধন

শারদীয় সংকলন ২০২৪

সংখ্যা ১৪

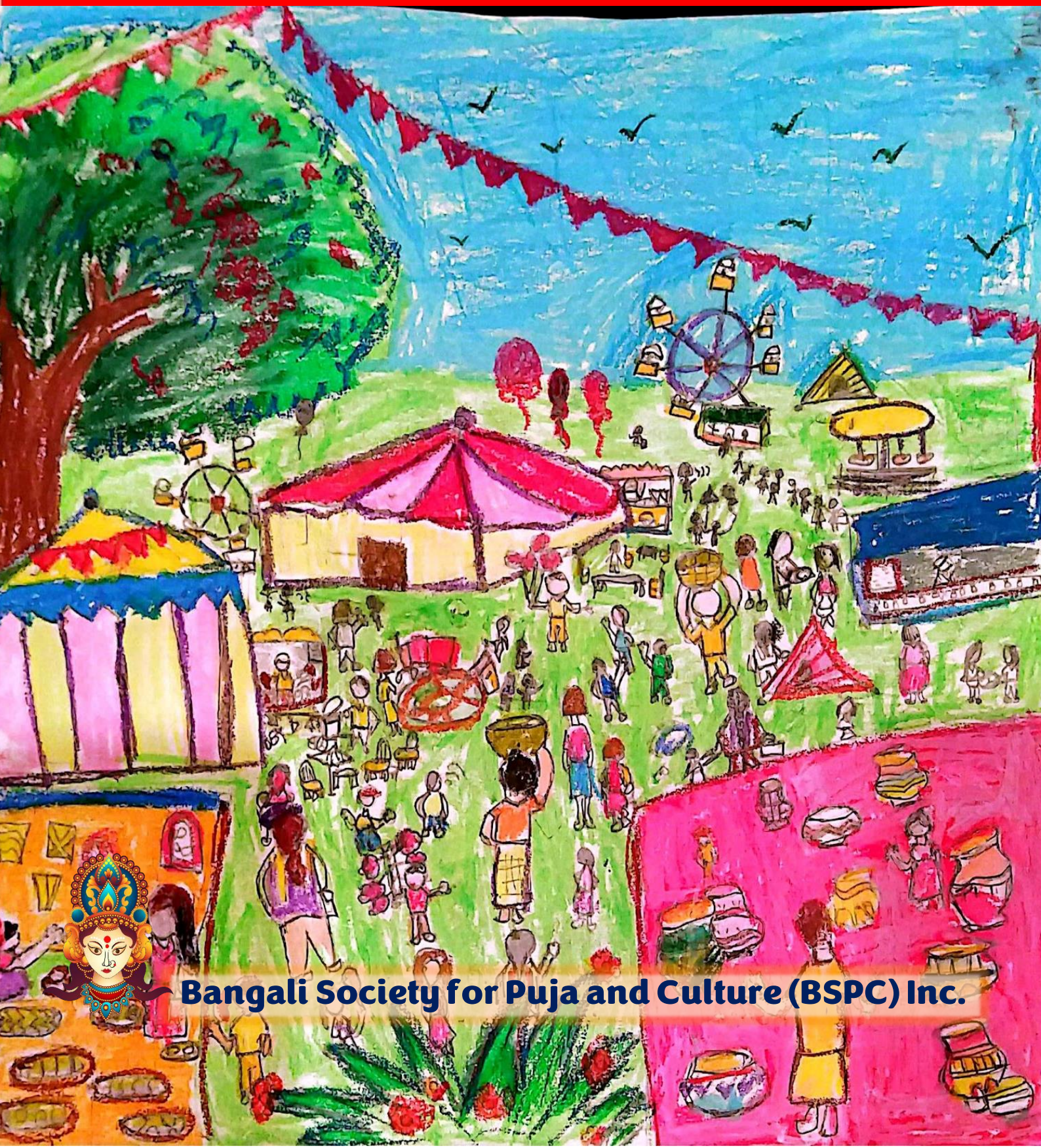

Bangali Society for Puja and Culture (BSPC) Inc.

TAX Returns
Company Audits
GST/BAS Preparation

building wealth for you

CPA
ABS is a CPA Practice

Special deal 4 new clients

Call for a quote
08 9470 3560

Morshed Hasan CPA

ATLAS BUSINESS SOLUTIONS
Auditors & Accountants Australia

461 Albany Hwy, Victoria Park, WA- 6100.
PO BOX 26, PARKWOOD, WA 6147
Tel: 08 9470 3560 (W), Mob: 0474 154 695
E-mail: h.morshedul@atlasbusiness.com.au
www.atlasbusiness.com.au

- We are offering you first consultation free, 10% discount for new clients, best quality services*
- We are providing you personalised services.
- Once you become our client you will get free consultation for future*.
- We are providing advices to grow your business as well as your wealth.

*Conditions apply

Our Services:

Tax Returns for
> Company, Trust, Partnership, Personal
> Self managed superfund
> Rental Property tax

GST/BAS Preparation
> Bookkeeping/Payroll
> Formation of Trust/Company/SMSF
> Tax advice/Tax strategy to minimise tax liabilities
> Business consultation/advice
> Superannuation strategy to save tax

Auditing & Assurance
> External & internal audits
> Public company and other company audits
> Not for profit organisation audits
> Charities and incorporated association audits
> Real estate & settlement agent trust account audit
> Motor vehicle dealers trust account audits
> Strata title and outgoings audits
> Franchise audits
> Schools and Universities accounts/funds audit
> Self managed superfund audit

- Find a suitable business structure that suite you
- Investment property consultation
- Business Tax Planning
- Financial Accounting and reporting
- Fringe Benefit Tax (FBT) calculation
- Our experienced team members are highly dedicated for client and having more than 10 years work experience in accounting industry.

We use advanced tools & techniques to minimise tax liabilities

Special Offers
for New Clients

Paul Tax & Accounting Services

Individual Tax Return from ***$50***

> Rental Property Tax Return

> Company, Partnership, Trust and SMSF Tax Return

> Company, Trust and SMSF set up

> Tax Planning > Small Business Setup

> GST Return > Bookkeeping Services

Contact: 0433003415

Biplab Paul
Paul Tax and Accounting Services
Registered Tax Agent and Public Accountant
Masters of Accounting (Central Queensland University)
M.Com (DU) B.Com (Hons) DU
Email: paul_biplab7@yahoo.com.au

Express yourself with...

Ananyna's
COLLECTION

- Sarees
- Salwar Suits
- Kurtis
- Palazzos
- Men's Panjabi
- Jewelrry
- Leather Bags

View only by Appointment.

CONTACT - Anu 0413161491

LOCATION - 9/88 Broadway
Nedlands 6009

বন্ধন

BANDHAN

সংকলন ২০২৪

সংখ্যা - ১৪

আশ্বিন ১৪৩১

Magazine October 2024
Issue 14

বন্ধন সম্পাদনা পরিষদ

তন্ময় দেবনাথ

সৌমিত্র শীল

যিশু সেন

পান্না বড়ুয়া

Bandhan Editorial Committee
Editor: Tanmoy Debnath
Proof reading: Saumitra Seal
Page makeup: Jishu Sen
Content collection: Panna Barua

Cover
Artwork: Sohini Barua Rongin

অলঙ্করন

যিশু সেন

Bandhan Template
Biswojit Bose

Photograph collation
Aspari Chanda

Publisher:
Bangali Society for Puja and Culture (BSPC) Inc.

The editor or publisher is not responsible for the opinions of the author.

সম্পাদকীয়

শারোদীয় দুর্গাপূজা ১৪৩১

শুভকামনা ও মঙ্গল প্রার্থনা

দুর্গাপূজা মানেই বাঙালির মনে এক অন্যরকম উত্তেজনা। কিন্তু এবারের পূজায় সেই চিরচেনা আনন্দের রঙে মিশে আছে একধরনের বিষাদের ছায়া। মানবতা, ধর্মবিশ্বাস, এবং সহনশীলতার উপর প্রতিদিন যেভাবে আঘাত আসছে, তা আমাদের সকলকেই গভীরভাবে আঘাত করেছে। এই আঘাত শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতিরই নয়, গোটা সভ্য সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এবারও মা দুর্গার আগমন আমাদের মনে করিয়ে দেয় শুভ শক্তির জয় অবধারিত। আর বর্তমানের বাস্তবতায়, যখন মানবতা হুমকির মুখে, তখন মায়ের এই বার্তা যেন আগের চেয়ে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। মা দুর্গার অসুরবধ প্রতীকীভাবে আমাদের শেখায় যে, জীবনের সমস্ত অন্ধকার এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমাদের সমাজে একটি ধর্মান্ধ শ্রেণি যখন ধর্ম, জাতি এবং পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তখন আমরা মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি— যেন তিনি আমাদের অন্তরে শান্তি, ঐক্য, এবং সম্প্রীতির আলো জ্বালিয়ে দেন।।

দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, এবং একতার প্রতীক। সমন্বয় এবং সম্প্রীতির মধ্যেই জীবনের আসল সৌন্দর্য নিহিত। তবে এই ঐক্য তখনই সত্যিকার অর্থে মূল্যবান, যখন তা আত্মসম্মান রক্ষা করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়।

এই পূজায় আসুন আমরা দৃঢ় সংকল্প করি— মানবতার সেবায় নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করব। প্রতিবাদ করব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। সমাজের প্রতিটি অসংগতি, বৈষম্য, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা এক হয়ে সোচ্চার হব। কারণ, আমাদের প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে ঐক্যে, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে এক হয়ে দাঁড়াতে শেখায়।

এবারের পূজায় মা দুর্গার আশীর্বাদে আমাদের জীবনে নতুন আশার আলো ফুটে উঠুক। আমরা যেন এই পূজার উপলক্ষে প্রতিজ্ঞা করি, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে— সুসময় হোক বা দুঃসময়— আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়াব। ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, সম্মিলিত বিজয়েই নিহিত থাকবে আমাদের প্রকৃত অর্জন। যারা অন্যায় করে, তারা যেন বুঝতে পারে, ধর্ম বা পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টি করলেই আমরা দুর্বল হব না। বরং, সমস্ত ধর্ম এবং সম্প্রদায় এক হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

আসুন, এবারের পূজায় মা দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা একসাথে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাই। শুভ দুর্গাপূজা!

শুভেচ্ছান্তে,

তন্ময় দেবনাথ

Executive Committee 2024

President: Anu sharma

Vice Presicent: Saumitra Seal

General Secretary: Aspari Chanda

Assistant General Secretary: Sajib Saha

Treasurer: Jhutan Kuri

Cultural Secretary: Partha Sarathi Deb

Assistant Cultural Secretar: Sangyukta Sarker (Shreya)

Publication Secretary: Tanmoy Debnath

Religious Secretary: Prama Mazumder

Community Engagement Secretary: Monobrata Saha

Communication & IT Security: Sajib Mistry

Member 1: Uttam Debnath

Member 2: Sujoy Barua

Member 3: Niladri Shekhar Talukder Noble

Member 4: Minakshi Roy Shikari

Ex-Officio: Prabir Sarker

Ex-Officio: Sharmistha Saha

President's Message

My journey began with a simple realisation: the world is full of challenges that no individual can solve alone.

With great humility and gratitude, I step into the role of president of the BSPCI organisation, a community that has been my home for many years. My journey began as a general member, and today, I am honored to serve in this new capacity. Our community's roots run deep founded in 2005 by a few families who, after arriving in Perth in 2002, believed in the strength of unity and togetherness.

First and foremost, I want to express my deep gratitude for the strong sense of community we've built. In times of challenge, the way our community comes together is truly inspiring. Your willingness to help one another, participate in community events, and contribute to our shared spaces makes this beautiful city of Perth, our home, a wonderful place to live.

I would also like to extend my heartfelt thanks to our previous president and the Executive Committee members for their dedication to maintaining the values and reputation of BSPCI.

This was made possible by our volunteers' efforts and your generosity. Let's stay united, work together, and grow, as unity is our greatest strength.

Our main plan will be to ensure that all members maintain the amazing culture and spirit that has blessed this community.

In conclusion, I deeply value the unity and commitment each of you brings to BSPCI. With your support, we will not only preserve our cherished traditions but also elevate BSPCI to new heights in the years ahead.

Thank you all for entrusting me with this responsibility. I look forward to serving as your president and to working together to keep our community strong and united.

My best wishes to BSPCI for great success in the future.

With greetings of the season,

Anu Sharma

General Secretary's Message

It is with immense pride and joy that I extend my warmest wishes for the publication of "Bandhan", the annual magazine of the "Bengali Society for Puja and Culture (BSPC) Inc." in Western Australia, traditionally published during Durga Puja. As a community-based, non-political, and non-profit organization, BSPC has consistently promoted the rich cultural heritage and artistic traditions of the Bengali community while embracing and celebrating Australia's diverse cultural fabric.

Each year, Bandhan serves as a platform for honoring the creativity, resilience, and deep connection to our cultural roots. More than just a publication, Bandhan stands as a symbol of our shared identity, unity, and the enduring spirit of our heritage. I am confident that this year's edition will continue to inspire, educate, and strengthen the bonds within our community, while also acting as a bridge to the broader Australian society.

I wish "Bandhan" every success and look forward to its continued role in showcasing the talents and achievements of our vibrant community. Let us take pride in this rich tradition and continue working together to ensure that our cultural legacy thrives for generations to come.

With greetings of the season,

Aspari Chanda

বঙ্কিমের ছাত্রজীবন

বিশ্বজিৎ বসু

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্রাট, যাঁর আরেক পরিচয় ঋষি বঙ্কিম। তাঁর হাত ধরে বাংলা গদ্য সাহিত্য পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। সাহিত্যের সবগুলো শাখায় তার ছিল অবাধ বিচরণ, লিখেছেন একাধিক মানুষের জীবনী গ্রন্থ। কিন্তু অন্যের জীবনী লিখলেও তিনি তাঁর নিজের জীবনী লিখে যাননি। এমন কি তাঁর বাল্য বা কৈশোর কেমন ছিল তাও তিনি কোন লেখাতে উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর কোন জীবনী লেখা হবেনা এটা ছিল তখনকার সুধী সমাজে অকল্পনীয়। সুধীজনেরা চেষ্টা করেছেন তার একটা জীবনী গ্রন্থ দাঁড় করাতে। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর জীবনী রচনা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বললে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন " আমার জীবন অসার, তাহা লিখিয়া কি হইবে। আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় শুনাইব, সকল কথা বলা সহজ নহে। জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড়ই কঠিন। কাজেই জীবনী হইলো না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অনেক সংগ্রামী জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের-আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাহাকেও লিখিতে হইবে"। মৃত্যুর দুদিন পুর্বে তিনি বলেন আমার নাতিদের মধ্যে কেউ যেন আমার জীবনী লিখে এবং মৃত্যুর বার বছর পর যেন সেটা লেখা হয়। কিন্তু তাঁর নাতিদের লেখা কোন বঙ্কিম জীবনী পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লেখার প্রথম উদ্যেগ গ্রহণ করেন তাঁর ভাইপো শচীশচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম বাংলা ১২৪৫ সনের ১৩ই আষাঢ়। ইংরেজি ১৮৩৮ সালের ২৭শে জুন ভারতের ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত মহাকুমার কাঁটাল পাড়া গ্রামে। তাঁর মায়ের নাম দুর্গাসুন্দরী দেবী এবং বাবা যাদব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব পুরুষদের বাস ছিল হুগলি জেলায়। এদের পূর্ব পুরুষ রামজীবন চট্টোপাধ্যায় কাঁঠাল পাড়া গ্রামের রঘুবীর ঘোষাল নামে এক বিত্তশালীর কন্যা বিয়ে করে এখানে বসবাস শুরু করেন। কলিকাতা বিজয়ী হয়ে ফিরে যাবার পথে সিরাজউদ্দৌলা কাঁটাল পাড়ার বিখ্যাত অর্জুনা দীঘির পারে যাত্রা বিরতি করে। রঘুবীর ঘোষাল ছিল তখন এ দীঘির মালিক। রঘুবীর ঘোষাল এসময়ে সিরাজদ্দৌলা কে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করে ইতিহাসের পাতায় নিজের নামটি লিখিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদব চন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় নিমকির দারোগাগীরির মধ্যে দিয়ে। লোকে সমুদ্রের জলে কতটুকু লবন তৈরি করছে, কর দিচ্ছে কিনা, আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকছে কিনা, সেসব দেখাই ছিল নিমকির দারোগার কাজ। তিনি তার কর্মজীবন শেষ করেন ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে। যাদব চন্দ্রের চার সন্তানের মধ্যে বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন তৃতীয়। পাঁচ বছর বয়সে বঙ্কিম চন্দ্রের হাতে খড়ি হয় কুল পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য হাতে। এরপর সে ভর্তি হয় রমাপ্রাণ সরকারের পাঠশালায়। পাঠশালাটি যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজ জমিতে তৈরি করে দিয়েছিলেন। পাঠশালায় ভর্তি হবার পর বঙ্কিমের প্রতিভা প্রকাশ পেতে থাকে। সে খুব দ্রুত অক্ষরজ্ঞান অর্জন করে ফেলে। জনশ্রুতি আছে যে বর্ণ শিখতে বালকদের পনের দিন বা এক মাস লাগত, বঙ্কিম চন্দ্রের সে বর্ণ একদিনেই শেষ করতো। তখন শিশুদের পাঠ্য বইয়ের নাম ছিল শিশু বোধক। শিশু বোধকে "অলস" "অবশ" জাতীয় শব্দ শিখতে তার একদন্ড সময় লাগত। তার বাল্যবন্ধুদের কাছ থেকে জানা যায়, অলস, অবশ শব্দ শিখে বঙ্কিম গুরুমশাইকে বলেছিলেন, "অলস অবস শিখলে যশম, পশম পড়া হইল, পাতা উল্টাইয়া মান।" গুরু মশাই গীত, কীট আরম্ভ করলে বঙ্কিম এ ধরণের শব্দ গুলো শিখে গুরু মশাইকে নতুন কিছু শেখাতে অনুরোধ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এমন প্রতিভা দেখে গুরুমশাই একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন,"বাবা বঙ্কিম এমন ভাবে পড়িয়া গেলে আর কতদিন তোমায় পড়াইব"।

অন্য সকল শিশুদের মত বঙ্কিমচন্দ্র রূপকথার গল্প শুনতে ভালবাসতেন। বয়স্কদের কাছে বসে একাগ্র মনে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমির গল্প শুনতেন। মাত্র আট মাস বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির পাঠশালায় পড়তে পেয়েছিলেন। এরপর তিনি মেদিনীপুরে গিয়ে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর বাবা যাদবচন্দ্র তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর। একদিন এক খোট্টা বানর নিয়ে ঢুগঢুগী বাজিয়ে স্কুলের সামনে

দিয়ে যাচ্ছিল। বালক বঙ্কিম অন্যদের সাথে বানরের পিছে পিছে হাঁটা শুরু করে আর বলতে থাকে "এই বাঁদরটাকে এনে আমাদের ক্লাসে ভর্তি করে দিলে হয়। দেখি ইংরেজি শিখতে পারে কিনা।" বাঁদর খেলা দেখে বঙ্কিম যখন ক্লাসে ফিরে আসে শ্রেণী শিক্ষক তাকে যতারীতি তিরস্কার করে। বঙ্কিম বুদ্ধিদীপ্ত চোখে শিক্ষকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তার পর বই পড়া শুরু করে। সাত দিনের পাঠ এক ঘন্টায় আয়ত্ত করে শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করে।

ব্যায়াম বা খেলাধুলার প্রতি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের চরম অনীহা, তাস খেলা ছিল তার একমাত্র প্রিয়। তবে সে ছিল অত্যন্ত সাহসী এবং অল্প বয়স থেকেই বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায় তার। কিছুদিন পর তার বাবা বদলী হয়ে যান চব্বিশ পরগনা । বঙ্কিম ফিরে আসে কাঁটাল পাড়ায় এবং ভর্তি হয় হুগলি কলেজের স্কুল শাখায় । তখনো কলেজে এন্ট্রান্স, এফ এ (ফার্স্ট আর্টস্) বিএ পড়াশোনা চালু হয় নাই। তখন জুনিয়র এবং সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা চালু ছিল। উল্লেখ্য ১৮৩৬ সালে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হুগলী কলেজে প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্কিম কাঁটাল পাড়ার বাড়ি থেকে হুগলী কলেজে যাতায়াত করতেন।

হুগলি কলেজে ভর্তির পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুদিন বাড়িতেই প্রাইভেট টিউটরের কাছে বিদ্যা শিক্ষা করতেন। মাঝে মাঝে গ্রাম্য পাঠশালায় যেতেন। তবে ছাত্র হিসাবে নয়। ছাত্ররা পড়াশোনা ঠিকমত করছে কিনা সেটা পরীক্ষা করতে। এই সময়ে বাড়ির মহিলাদের তিনি রামায়ণ, মহাভারত, চন্ডি, মনসার ভাসান পড়ে শোনাতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কোন শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করতেন না। কোথাও বেশিক্ষণ স্থীর থাকতে পারতেন না। পাঠ্য বইয়ের চেয়ে বাইরের বইয়ের প্রতি আগ্রহ ছিলো বেশি। পরীক্ষার আগে পাঠ্য বই নিয়ে বসতেন। কিন্তু ক্লাসে সব সময়ই প্রথম হতেন। হুগলী কলেজে তিনি জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে মাসিক আট টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপ্যাধ্যায়। সংস্কৃতের গুরু ছিলেন কাঁটাল পাড়া গ্রামের শ্রীরাম ন্যায় বাগিশ। হুগলি কলেজে পড়াকালীন সময়ে তিনি অর্জুনা দিঘীর পারে একটি ফুল ও ফলের বাগান করা শুরু করেন। নাম দিয়েছিলেন ফুলবাগান। পরবর্তীতে তিনি সেখানে একটি ইটের তৈরি বাড়িও বানিয়েছিলেন।

তৎকালীন সময়ে গোরার দল কুচকাওয়াজ করতে কুচকাওয়াজ করতে করতে কলিকাতা যেত। তারা যে গ্রাম দিয়ে যেত সে গ্রামেই অত্যাচার চালাত। এরকম একদিন বঙ্কিম স্কুলে গেলে গুরু মশাই তার হাতে বেত তুলে দেন। বেত হাতে ক্লাস রুমে ঢুকে যখন সে ছাত্রদের পাঠ নিচ্ছিল তখন হঠাৎ গোরার দল গ্রামে ঢুকে পরে। সাথে সাথে যে যেখান দিয়ে পালাতে শুরু করে। এমন কি পাঠশালার গুরুমশাইও পালিয়ে যায়। কিন্তু বঙ্কিম বেত হাতে ঠাই দাঁড়িয়ে থাকে। সাথে থাকে শুধু তাঁর দুই ভাই। গোরার দল এক সময়ে তাঁদের সামনে আসে। একজন গোরা তাঁর হাত থেকে বেত কেড়ে নিয়ে বঙ্কিমের সাথে কথা বলা শুরু করে। তারা প্রায় আধ ঘন্টা তারা বঙ্কিমের সাথে কথা বলে ফিরে যায় কোলকাতার পথে। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীতে চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন " বাঙালি ছেলে মাত্রই জুজুর নামে ভয় পায়, এমন একটি নষ্ট বালক আছে যে জুজু দেখতে চায়"।

তখনকার দিনে ডাকাতরা ডাকাতি করার আগে অগ্রিম চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে আসতো। এরকম একবার চিঠি এলো তাঁদের বাড়িতে। বাড়ির বড়রা সিদ্ধান্ত নিলো নারী এবং যুবকেরা কয়েক রাত নিরাপদে সরে থাকবে। কিন্তু বেকে বসলো বঙ্কিম। সে বললো "আমাদের বাড়িতে তো অনেক লোক আছে। তা ছাড়া বাগদীরাতো এক একজন লাঠিয়াল। ওরা বোম্মেটেগীরি করে ঘুরে বেড়ায়। ওদের নিয়োগ করো। "তার দুই বড় ভাই বঙ্কিমের সাথে একমত হওয়া সেটাই সিদ্ধান্ত হলো। ডাকাত আর এলোনা। এই দুই ঘটনার পর গুরুজনেরা বঙ্কিমকে ডাকা শুরু করে "বাঁকা" নামে।

১৮৪৯ সালে এগার বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিয়ে করেন পাশের গ্রামে মোহিনী দেবীকে। তখন মোহিনী দেবীর বয়স পাঁচ বছর। এই বয়সে বঙ্কিম কবিতা লিখা শুরু করেন। ১৮৫২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি সম্বাদ প্রভাকরে তাঁর প্রথম কবিতা "পদ্য" ছাপা হয়। ১৮৫৩ সাল হতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেন এবং দশ বছরের পাঠ শেষ করেন চার বছর বয়সে।

১৪ বছর বয়সে বঙ্কিম প্রথম প্রবন্ধ লিখেন এবং সেটাও প্রকাশিত হয় "সম্বাদ প্রভাকর" পত্রিকায়। প্রবন্ধের প্রথম লাইনটি হচ্ছে " গগন মন্ডলে বিরাজিত কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পসঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মুঢ় মানব মণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে"। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,"যে পদ কখনও বিপদগ্রস্ত হয় নাই, যে পদ কখনও সম্পদ সংরক্ষণে ধূলিসহ সাক্ষাৎ করে নাই, সে পদ স্বপদ পরিত্যাগ পুরঃসর ধূলি হইয়া যাইবেক।" এই প্রবন্ধ ছাপা হবার পর ঈশ্বর গুপ্ত প্রবন্ধের নিচে মন্তব্য করেছিলেন "ইহার লিপি নৈপুন্যের জন্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন এবং অক্ষর গুলিন স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

১৫ বছর বয়সে শিশির বর্ণনা ছলে স্ত্রী স্বামীর কথোপকথনে লিখিত "লঘু ললিত" নামে কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত" সম্বাদ প্রভাকর" পত্রিকায়। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি ছত্র এখানে উল্লেখ করা হলো।

"স্ত্রী- হইয়াছে জল বরই শীতল
ছুইলে বিকল হইতে হয়
আগে যে জীবন জুড়াত জীবন
সে বন এখন নাহিক সময়।
পতি- মোরে নিবস্তর তব নেত্র কর
পাবক প্রখর, দাহন করে
মম দেহ পর, বহি খরতর
তাই উষ্ণভাব এ দেহ ধরে"

বাল্যকালে লেখা তার একটি কবিতাংশ পাওয়া যায়

"মনে করি কাঁদিব না রব অন্ধকারে
আপনি নয়নত বুঝরে ধারে ধারে
গোপনে কাঁদিব প্রাণ সকলই আঁধার
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার"

শোনা যায় একদিন বঙ্কিম বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর স্ত্রী কবিতার পান্ডুলীপির পাতা ছিঁড়ে পুতুলের শয্যা বানিয়েছে। সে বউয়ের সংগে জেদ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে পুনরায় নতুন কাগজে কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। হুগলি কলেজে পড়াকালীন সময়ে ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ "ললিত তথা মানস"। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর । এটিই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। কবিতাগুলো পড়ে হুগলি কলেজের এক অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন, "এগুলো কবিতা নয়, হেঁয়ালী"। বইগুলো বিক্রি হয় নাই কাঁটাল পাড়ার আলমারীতেই পড়ে ছিল। কিছু বই বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও নষ্ট করে ফেলেছিলেন। এরপর থেকে চাকরিতে যোগদান পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখালেখির কোন নমুনা পাওয়া যায় না। চাকরিতে যোগদানের পর তিনি পুনরায় লেখালেখি শুরু করেন এবং রচনা করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস "রাজমোহনস্ ওয়াইফ"। মুল উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন ইংরেজি ভাষায়।

১৮৫৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজ থেকে সিনিয়র স্কলারশিপ পান এবং সেই টাকা দিয়ে কোলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন বিষয়ে ভর্তি হন। ১৮৫৮ সালে বিএ পরীক্ষা চালু হয়। এপ্রিল মাসে ছিল পরীক্ষার দিন। ঘোষণার পর মাত্র দুই মাস সময় ছিল। মাত্র তেরজন ছাত্র সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। মাত্র দুজন ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগ পাশ করে। প্রথম হয়েছিলো বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিতীয় হয়েছিলো যদুনাথ বসু। ইংরেজি এবং ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন গ্রাপেল এবং সংস্কৃতের পরীক্ষক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁরা দুজন পাঁচ বিষয়ে পাশ মার্ক পেয়েছিল, ষষ্ঠ বিষয়ে পাশ করতে সাত মার্কের চেয়ে কম প্রয়োজন ছিল। গ্রেস আইনে তাদের পাশ করানো হয়।

পাশ করার পর ছোট লাট হ্যালিডে বঙ্কিমকে ডেকে পাঠান এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরির প্রস্তাব দেন। ১৮৫৮ সালের ২৩ শে আগস্ট যশোহরের ডেপু টি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগদান করেন। এখানেই শেষ হয় বঙ্কিমের ছাত্র জীবন।

Artwork: Ved Shikari, Age - 12

বিচ্ছেদ

শর্মিষ্ঠা সাহা

সন্তান দশ মাস ধরে নিজেকে গড়ে মাতৃগর্ভে। মায়ের শরীর থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়েই একটি কোষ ধীরে ধীরে মানুষের আকৃতি লাভ করে। সেই ছোট্ট শরীর আরো কিছুদিন ধরে মায়ের দেহের পুষ্টি নিয়ে নিজেকে বাইরের পৃথিবীর উপযুক্ত করতে থাকে। হবু বাবা-মা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সন্তানের পৃথিবীর আলো দেখার দিনটির জন্য। কত স্বপ্নের জাল বোনা চলে একটি অনাগত জীবনকে ঘিরে। এরপর আসে সেই মহেন্দ্রক্ষণ, মায়ের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার লগ্ন। মায়ের নাড়ী কেটে নিজেকে স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে ঘোষণা দেবার শুভক্ষণ - ভুমিষ্ঠ হবার দিন। মায়ের দিক থেকে সন্তান নিজের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যন্ত্রণা খুব তীব্র, এজন্যই এ ব্যথার বিশেষ নাম "প্রসব বেদনা"। এই প্রথম আলাদা হওয়া মা ও সন্তানের, তবে এ এক অন্যরকম বিচ্ছেদ। সন্তানকে বুকে চেপে ধরে সে বেদনা ভুলে মায়ের হৃদয় ভরে ওঠে অপার আনন্দে। এ আনন্দও অপরিসীম - সৃষ্টির আনন্দ, নিজের রক্ত মাংস থেকে নতুন জীবন তৈরি করতে পারার অসাধারণ অনুভব। সরাসরি নিজের শরীরের অভ্যন্তরে ধারণ না করলেও বাবার আনন্দও এক্ষেত্রে কম নয় । ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে নিজের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার সূত্র সন্তান।

সন্তান জন্মের মধ্য দিয়ে বাবা-মায়েরও নতুন করে জন্ম হয় । শুরু হয় নতুন পরিচয়ে নতুন করে বেড়ে ওঠা । সদ্যজাত শিশুটি যেমন একটু একটু করে বড় হয় তার বাবা-মাও তেমন একটু একটু করে সন্তান পালনের শিক্ষা নিয়ে নিজেদের গড়ে তোলে। শিশুর কান্না দেখে বুঝে নিতে হয় কখন তার ক্ষিধে পেয়েছে, কখন পেটে ব্যথা করছে।একটু একটু করে ছোট্ট শিশুটিকে বড় করে তোলা - বুকের দুধ খাইয়ে, না ঘুমিয়ে, ন্যাপি পরিষ্কার করে দিন যায়। নিজের আরাম বিশ্রামের কথা মা ভুলেই যায়, বাবাও সাহায্যের হাত বাড়ায় সহজাত বাৎসল্যের কারণে। শিশুর জীবনের এই অসহায় অধ্যায় মা ও শিশুর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনকে আরও শক্তিশালী ও প্রগাঢ় করে তোলে। শিশুর শারীরিক নৈকট্য ও নির্ভরশীলতা মায়ের ভালবাসাকে আরও গভীর করে। আর শিশুর কাছে তখন মা'ময় জগত, নিজের আলাদা অস্তিত্বের অনুভূতি তৈরি হতে বেশকিছুটা সময় পেরিয়ে যায়।

সন্তানের বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপ বাবা-মায়ের জীবনে অনাবিল আনন্দের পাশাপাশি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে আসে। প্রথম উপুর হওয়া, বসতে পারা, হামাগুরি দেওয়া, দাঁত ওঠা, দাঁড়ানো, হাটা, কথা বলা – কোনটার চেয়ে কোনটা কম রোমাঞ্চকর নয়। শিশু জীবনে প্রথমবারের মত যখন কোন কিছু করতে পারে সেটা তার জন্য এক একটি মাইলফলক। যদিও বাবা-মা তাদের নিজেদের জীবনেও এসব মাইলফলক পার করেছে কিন্তু সে স্মৃতি তাদের থাকেনা। তাই সন্তানের যেকোন নতুন শিক্ষা তাদের আবেগকে আন্দোলিত করে, চোখ আনন্দাশ্রুতে ভিজে ওঠে। আশেপাশে তাদের নিজের বাবা-মা গোত্রীয় কেউ থাকলে তারা নাত- নাতনিকে দেখিয়ে বলেন, "একদম তোর মত করছ ","তুইও এই বয়সেই হাটতে শিখেছিলি" – এমন আরো কত মধুর বিশ্রম্ভালাপ। সবকিছু মিলিয়ে আবেগে মোড়া স্বর্গীয় আনন্দঘন আবহ।

তবে এই স্বর্গীয় রোমঞ্চে কিছু কষ্টের বিষয় যে একেবারেই থাকে না তা কিন্তু নয়। বাবা-মায়ের জীবনের স্বাধীনতায় এক ঝটকায় যবনিকাপাত ঘটে। স্বাধীনভাবে বেশিক্ষণের জন্য কোথাও যাবার উপায় নেই, সব জায়গায় যাওয়াও যায় না। বিশেষ করে মায়ের পরাধীনতা প্রকট। ঘরে ঠাকুমা, দিদিমা থাকলে তবু কিছু ছাড় মেলে, নইলে একেবারে হাত-পা বাঁধা।এভাবে নিরবিচ্ছিন্ন নিয়মানুবর্তিতায় সন্তান পালন করতে গিয়ে অনেক মাকে বিষন্নতায়ও ভুগতে দেখা যায়। এসময় পরিবারের অন্য সদস্যদের বিশেষত বাবার সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। মায়ের তখন একটাই চিন্তা, কবে বাচ্চা বড় হবে আর নিজের জন্য সময় খুঁজে পাবে।

সময়ের সাথে মায়ের সে চাওয়া পূর্ণ করে শিশু বড় হয়, কৈশোরে পা রাখে। অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমে অনেক কাজ নিজে করতে শিখে। নিজের সতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, ভাবনা তৈরী হতে শুরু করে। সেই সাথে বাড়তে থাকে বাবা - মায়ের সঙ্গে দূরত্ব। সন্তান চায় নিজের মত থাকতে,

বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে। সব মানুষের বয়োঃসন্ধিকালের পরিবর্তন যদিও একরকম হয়না, তবে পরিবর্তন অনিবার্য। এদিকে বাবা-মায়ের দিকে শুরু হয় বিচ্ছেদের বেদনা। বেশিরভাগ বাবা ঘরের বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকায় সন্তানের এই দূরে সড়ে যাওয়া হয়ত সহজেই মেনে নিতে পারেন। কিন্তু মায়েদের জন্য নাড়ী ছেঁড়া ধনের সঙ্গে দূরত্ব মেনে নেওয়া সহজ হয় না। এসময় যেন মা প্রথমবারের মত মরমে অনুভব করে নাড়ী ছেড়া ধনের বিচ্ছেদ বেদনা। এ বেদনায় সন্তানের স্বাবলম্বী হবার আনন্দ মিশ্রিত থাকলেও হারাবার কষ্টও কম নয়। দীর্ঘদিন ধরে সন্তানের দেখভাল করতে করতে সেটাই অভ্যাসে পরিণত হয়। বাচ্চা আর আগের মত কাছে আসে না, খেলনা কেনার জন্য বায়না ধরে না - ছোট ছোট ব্যাপারগুলো মনের ভেতর তোলপাড় করে। এসময় বেশিরভাগ মা এক ধরণের এমোশনাল টার্বুলেন্সের মধ্য দিয়ে যান।

এরপর সেই ছোট্ট শিশুটি পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময় নিজের জীবনসঙ্গী খুঁজে নেয়ার সময় হয়। কোন সন্তান নিজের থেকে না চাইলে বাবা-মা অস্থির হয়ে ওঠে তার বিয়ে দেবার জন্য। এমনটাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু সত্যি সত্যি যেদিন সেই সন্তান বিয়ের পিড়ীতে বসে সেদিন বাবা-মায়ের হৃদয় আরও একবার আলোড়িত হয় বিচ্ছেদের সুরে। অনুভূতির তন্ত্রীতে নাড়া দিয়ে যায় সন্তানের জন্ম পরবর্তী স্মৃতির পাহাড়। ছোট ছোট ঘটনার স্মৃতি চোখে আনন্দাশ্রু নিয়ে আসে। সন্তানের কাছ থেকে এই অনুভূতি প্রাণপণে গোপন রাখতে চাইলেও মাঝে মাঝে তা প্রকাশ হয়ে যায়। চোখের জল গোপন করে মন থেকে সন্তানকে নতুন জীবনের জন্য শুভাশীষ জানাতে হয়। এই শুভ লগ্নে বাবা-মায়ের চোখের জল বড়ই অশুভ। মঙ্গল দীপ জ্বেলে শুভ লগ্নে শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর সন্তান বাবা-মায়ের সাথে এক বাড়িতে থাকুক বা আলাদা বাড়িতে, উভয়েই নিজের সাতন্ত্র বজায় রেখে স্বাধীনভাবে পথ চলায় ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এর অন্যথা হলে অকারণ অনাহূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। একটা বয়সের পর সন্তানের সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব তৈরি হওয়াটাই চিরন্তন। এই মধুর বিচ্ছেদ মেনে নিয়ে মনকে শক্ত করাতেই শান্তি।

Artworks: Bankim Shikari

Strands of Fate: The Unseen Hand

Bankim Shikari

In the heart of India, nestled among the lush hills and fertile plains, lay a kingdom called Chandrapur. It was a vibrant place, illuminated by the warm smiles of its inhabitants and the benevolent reign of their beloved sovereign, King Vikramaditya Gond. Known affectionately as the "Gond King," he was esteemed for his undying kindness and compassion towards his people. His days were filled with grand visions of prosperity, but much to his dismay, fate played its cruel tricks, thwarting his every endeavor. King Vikramaditya's devotion to Lord Vishnu ran deep. Each morning, he would rise before dawn, offer aromatic flowers, lavish an array of sweets, and immerse himself in prolonged prayers, beseeching the deity for wisdom and success. But despite his unwavering faith and sincere intentions, success remained elusive. Each project he undertook — from constructing grand temples to improving agricultural systems — was met with failure.

"God, what wrong have I done?" he would often lament, frustration seeping through his regal composure. "I always pray to You, do good, and seek Your blessings. Yet, why does every venture I embark on meet with such dire misfortune? Why have You chosen to be unkind to me?" One fateful afternoon, the Gond King set out to oversee the initial stages of a grand building project that he hoped would symbolize the strength of his kingdom. But the earth beneath the structure shifted ominously; the sand swallowed the pillars like a voracious beast. When the king arrived to inspect the disaster, intent on understanding where he had gone wrong, an unfortunate accident awaited him. As he examined the lay of the land and the tools scattered about, his Pinky finger met the sharp edge of a stone and was severed. The king was aghast — grief-stricken and wracked with anger, he wept bitterly and cursed the very existence of divine justice. In a fit of rage, he summoned a council of his ministers for a discussion on the unfortunate turn of events. "Why must I suffer so?" he implored, gazing at them with searching eyes. "What dreadful failure have I committed that has led God to punish me so miserably?" One brave minister responded, "Your Majesty, sometimes, calamity serves a greater purpose. As the saying goes, 'All for the best; whatever happens, happens for good.'" A fierce argument erupted between the king and the minister.

When our homeland was divided into so many pieces, was it good?" King Vikramaditya demanded; voice filled with anguish. "Yes," the minister replied thoughtfully. "Although the British were cruel and caused immense suffering during their rule, they inadvertently helped dismantle some of our worst superstitions — such as child marriage and the practice of widow burning. Their presence brought awareness and a

chance for modernization, although we paid a heavy price for it."

The king's displeasure simmered over at this perspective, and in a moment of rash judgment, he condemned the minister to death. His spirit was restless, and cavorted in turmoil, prompting him to escape the throes of despair by retreating into the depths of the Tadoba jungle, where the illustrious Royal Bengal Tigers roamed freely. Amid the nocturnal chorus of the wild, King Vikramaditya embarked on a hunting expedition. Time slipped away, and soon he found himself deep within the sprawling wilderness, his hunting party nowhere in sight. Night enveloped him, shadows cloaked every tree, and the king's heart raced with dread. He shouted into the darkness, his voice a mere whisper against the symphony of nature. Just as despair threatened to seep into his soul completely, he felt a sharp pain in his neck. An arrow had struck him! The world around him faded to black, and when he regained consciousness, he found himself surrounded by an indigenous tribe. They bore expressions of solemn reverence and intent, preparing him for a fate he could hardly comprehend — a sacrifice to their gods. The king, realizing his dire situation, desperately grasped for words, but his pleas fell on deaf ears, his language lost to them. "I can offer gold! Money! Whatever you demand, just let me return home," he pleaded, but they remained unmoved, focused on their ritualistic customs. As the Indigenous warriors stood ready

to fulfill their ominous intent, one among them paused, noticing something on the king's hand — his missing Pinky finger. They held an urgent discussion among themselves and concluded that he was no longer a complete human and thus not worthy of sacrifice. Their ritual was abruptly halted, and in disbelief, they set the king free, allowing him to return to his kingdom. Returning to Chandrapur was a transformative journey for King Vikramaditya. As he crossed through the gates of his domain, the weight of the past few days settled heavily upon him. He had been spared from death not by sheer luck, but by the very misfortune he had mourned — the loss of his Pinky finger. In that moment of clarity, the Gond King understood the lesson that fate had sculpted through trials and tribulations: life was not merely about success or failure, but rather about perception and gratitude. His focus on the negativity had led him astray, and in his anger and frustration, he had lost sight of the beauty that surrounded him.

"Sometimes, with our little failures, we grow despondent," he reflected aloud. "But if we pause to take stock of what we possess, to express gratitude, we can begin to learn from our experiences rather than curse them." As he moved forward, King Vikramaditya became aware of the myriad blessings in his life: his loyal subjects, the

beauty of his kingdom, and the wisdom he gained from his trials. His heart filled with gratitude, he returned to his devotion, praying not just for personal success, but for the prosperity and happiness of his people.
Moral: In the grand tapestry of life, what we perceive as misfortunes may just be woven strands of fate, guiding us toward a greater understanding. As Thomas Edison once stated, “I have not failed, but found 1000 ways to not make a light bulb.” In every setback lies the seed of growth, urging us to rise, learn, and try again.

****

নাটক- আমরা সবাই রাজা
সংগীতা সাহা

দৃশ্য-১
গল্প-কথক: ক
বহু বছর আগের কথা। একবার বঙ্গ রাজা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাজকার্যে তার একেবারেই মনযোগ নেই। খাবারে অরুচি, বিষণ্যতায় ধীরে ধীরে রাজার সাস্থ্যহানি ঘটতে লাগলো।
গল্প-কথক: খ
বাজার মনে সুখ নেই , রাজসভার সকলেই ভীষণ উদ্বিগ্ন। রাজবৈদ্য নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন ঔষধ-পথ্যও দিচ্ছেন কিন্তু কিছুতেই বঙ্গরাজার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না।
গল্প-কথক: ক
তাই রাজসভার সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন সমস্ত বঙ্গরাজ্যে
ঘোষণা দেওয়া হবে,
গল্প-কথক: খ
যে মহারাজকে সুস্থ করতে পারবে তাকে দেওয়া হবে নগদ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার।

দুজন ঘোষক বলতে বলতে ঢুকবে ঢোল, কাঁসর বাজাতে বাজাতে বলতে বলতে এক পাশ থেকে ঢুকে অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে যাবে)

ঘোষক ১,২: ধন্য রাজা ধন্য
দেশ জোড়া তার সৈন্য
১: পথে ঘাটে ভেড়ার পাল
২: চাষীর গরু, মাঝির হাল
১: ঘটি বাটি গামছা হাঁড়ি
২: সাত মহল আছে বাড়ী
১: আছে হাতি আছে ঘোড়া ।
২: কেবল পোড়া মুখে পোরার
দুমুঠো নেই অন্য।

১ ও ২ : ধন্য রাজা ধন্য

২: ঢ্যাম কুঁড় কুঁড় বাজনা বাজে
১: পথে ঘাটে সান্ত্রী সাজে।
২: শোনো সবাই হুকুম নামা
১: ধরতে হবে রাজার ধামা
২: বাঁদিকে ভাই চলতে মানা
১: সাজতে হবে বোবা কানা।
২: মস্ত রাজা হেলে দুলে
১: যখন তখন চড়ান শূলে
২: মুখটি
খোলার জন্য
১ ও ২: ধন্য রাজা ধন্য
শোনো সবাই হুকুম নামা...
(বলতে বলতে অপর পাশদিয়ে বের হয়ে যাবে)
(মহামন্ত্রী ও খাজানজী হিসাবের খাতা হাতে মঞ্চের এ আর সেনাপতি, রাজবৈদ্য ঢুকতে ঢুকতে বলবে..)
মহামন্ত্রী: মোটা অংঙ্কের পুরুস্কারে কথা শুনে কত বৈদ্য কবিরাজই তো এলো...
খাজানজী: হুম.. কিন্তু কেউ তো মহারাজকে সুস্থ করতে পারলো না।
রাজবৈদ্য : আসলে রোগটা তো শারিরীক নয় মানসিক।আর বিপদটা এখানেই, বিষন্নতা যে প্রাণঘাতী রোগ।
সকলে: কি বলছেন রাজবৈদ্য!
সেনাপতি: এরোগ নিরাময়ের কি কোনো উপায় নেই?
রাজবৈদ্য : কোনো ওষুধ নেই জানি, শুধু এটুকু বলতে পারি মহারাজকে এখন মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখতে হবে।
খাজানজী: বলছিলাম কি মহারাজের মন প্রসন্ন রাখতে প্রাসাদে উৎসবের আয়োজন করলে হয় না!
রাজবৈদ্য : উত্তম প্রস্তাব
সেনাপতি: গত দুবছরের খরায় ফসল ভাল হয়নি, নবান্ন উৎসবও হয়নি। তা সেরকম কিছু যদি আয়োজন করা যায় মন্দ হয় না!

খাজানজী : হে হে , মহারাজের জন্য নৃত্যগীতের আয়োজন হবে , সাথে আমাদেরও হে হে...
মহামন্ত্রী: সেনাপতি, খাজানজী উৎসবের আয়োজন করুন।
সেনাপতি, খাজানজী : আগ্যে মহামন্ত্রী।

গল্প-কথক: ক
যেভাবেই হোক মহারাজকে সুস্থ করতে হবে, না হলে রাজ্য চালবে কি করে ? তাই শেষবারের মত চেষ্টা এই আশায় যে যদি মহারাজ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করেন।
গল্প-কথক: খ
তাই , ভীষণ তোড়জোড় শুরু হল রাজপ্রাসাদে ; মাসব্যাপী উৎসব আয়োজন বলে কথা!
বঙ্গদেশের সমস্ত নামিদামী গুনী শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সে এক বিরাট আয়োজন।

....দৃশ্যান্তর...
আলো নিভে যাবে এবং পরবর্তী দৃশ্যের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করা হবে
৫ টা চেয়ার পাতা হবে মঞ্চের মাঝখানে বসবেন রাজা সামনে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে নৃত্য পরিবেশনের জন্য।

দৃশ্য ২
রাজ দরবারে মহারাজা, মহামন্ত্রী, রাজবৈদ্য,খাজানজী সেনাপতি সকলে বসে আছেন মোমের পুতুল মোমের দেশের মেয়ে গানটির সাথে নাচ পরিবেশিত হবে দৃশ্যের শুরুতে এবং নাচের পরপর রাজা বাদে অন্যরা বলবে)
মহামন্ত্রী: অসাধারণ
বাকিরা: সাধু, সাধু ....(২য় গান শুকনো পাতার নুপুর পায়ে এর সাথে নাচ পরিবেশ শেষে রাজা দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠবেন)
রাজা : যত সব মুর্খের দল বন্ধ কর এসব ।তোমরা কেন বুঝতে চাইছো না ইদানীং আমার কিছুই ভাল লাগে না ,আমার একটু শান্তি চাই কেবল একটু সুখ চাই.....
মহামন্ত্রী,রাজবৈদ্য : মহারাজ শান্ত হোন

খাজানজী: (একটু সরে গিয়ে) আর তো কোন উপায় রইল না সেনাপতি।(সেনাপতির কাঁধে হাত দিয়ে)
সন্যাসী: বোম ভোলে , বোম ভোলে (বলতে বলতে ঢুকে সম্মুখ পাশে দাঁড়িয়ে বলবে)
একটা উপায় আছে। হ্যাঁ একটাই উপায় আছে।
রাজবৈদ্য : কি সে উপায় সাধু বাবা।
সন্যাসী: একজন প্রকৃত সুখি মানুষের জামা এনে, রাজাকে পরাতে হবে, তবেই রাজা সুস্থ হবে ।বোম ভোলে বোম ভোলে ।বলতে বলতে বের হয়ে যাবে।

....দৃশ্যান্তর...
চেয়ারগুলো বের করে হবে
দৃশ্য ২
গল্প-কথক: ক
সকলের সব প্রচেষ্টাই যখন একে একে বিফলে যাচ্ছিল, সন্যাসীর কথা শুনে আবার যেন আশার সন্চার হল।
গল্প-কথক: খ
এবার তারা সকলে বের হলেন, একজন সুখি মানুষের জামার খোঁজে। সকলে মিলে সমস্ত বঙ্গরাজ্য ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগলেন সুখি মানুষকে।

(তারা চারজন বাম দিক থেকে মঞ্চে ঢুকে একটু হাঁটতে হাঁটতে এদিক সেদিক দেখতে থাকবে)

খাজানজী : (ক্লান্ত স্বরে) এর থেকে সোনার হরিণ খোঁজাটাও মনে হয় অনেক সহজ ছিল
সেনাপতি : ঐ দেখুন- একজন সুদর্শন যুবক এদিকেই আসছে।
রাজবৈদ্য : চলুন তাকে জিজ্ঞেস করি।
মহামন্ত্রী : এই যে ভাই শুনছেন?
সুদর্শন যুবক: হ্যাঁ বলুন।
মহামন্ত্রী: আচ্ছা আপনি তো দেখতে বেশ সুদর্শন আর সম্পদশালী মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনি অনেক সুখি মানুষ, তাই না?
সুদর্শন যুবক : দেখতে সুন্দর আর ধন সম্পদ থাকলেই কি মানুষ সুখি হয় ? হয় না! জানেন আমার মনে অনেক দু:খ, আর অর্থ বিত্তের এই নেশা আমাকে আরো দু:খি করেছে।আমিও সুখ খুঁজি... (বলতে বলতে বের হয়ে যাবে)

খাজানজী : আর তো পারছি না মন্ত্রীমশাই। (কোমড়ে হাত দিয়ে ধপাস করে বসে পরবে)
মহামন্ত্রী: খেয়ে খেয়ে শরীরটা যা বানিয়েছেন !
রাজবৈদ্য: কত বলেছি একটু কম খান।
সেনাপতি : উঠুন উঠুন, চলুন, আরো দুটো গ্রাম বাকি আছে।

(কৃষাণী কাঁদতে কাঁদতে ঢুকবে ডালা কূলা হাতে ঢুকে একপাশে বসবে)
মহামন্ত্রী: হি হয়েছে তুমি কাঁদছো কেন?
কৃষাণী: কাঁইদবো না! গেলো দুইবারের খরায় যে ক্ষ্যাতের বেবাক ফসল পুইড়া গ্যাছে , নিজি একবেলা খায়ে পোলাপাইনগুলারে দুবেলা খাইতেদিতাম; এবার তো সে আশাও নাই । আবার আছে রাজার পেয়াদার ভয় , খাজনা দিতে না পারলি কয়েদ করবো।গেরামের মানুষেরা পালাই যাইত্যাছে, এবার আমারো পালাইতে হবি। (ডালি কুলা কোমড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবে) আইচ্ছা আপনারা রাজার লোক নাকি? (বলে ভয় পেয়ে পালানোর মত করে দ্রুত হাঁটবে)
মহামন্ত্রী: এই যে কৃষাণী যেও না শোনো।
খাজানজী : তাই তো বলি প্রজারা খাজনা ঠিক মত দেয় না কেন?
(কাঠুরিয়া কাঁধে লাকরী নিয়ে গান গাইতে গাইতে ঢুকবে-কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা মনে মনে গানের সুরে মেলে দিলাম এই ডানা মনে মনে….)
মহামন্ত্রী : এই দু:খের সময় কে এত প্রাণ খুলে গান গায়?
সেনাপতি : কাঠুরিয়া মন্ত্রীমশাই।
মহামন্ত্রী : এই যে কাঠুরিয়া তোমার মনে এত আনন্দ কেন?
কাঠুরিয়া : আমি সব সময়ই হাসি খুশি থাকি, জেবন তো একটাই দু:খ করি কি হবি!
রাজবৈদ্য : ভাল বলেছো তো কাঠুরিয়া ।
সেনাপতি : তুমি থাকো কোথায় ?
কাঠুরিয়া: ঐ যে নদীর ধাঁরে কুঁড়েঘর, সেখানেই আমি থাকি।
মহামন্ত্রী: তোমার কোন ধন সম্পদ নাই তাও তুমি সুখি!
কাঠুরিয়া : এ নিয়ে আমার মনে কোন দু:খ নাই । এই হগল কিছুই ক্ষণস্থয়ী, মায়া…আইজ আছে তো কাইল নাই তা বলি কি জেবল থামি থাকি নাকি? আমি দিন আনি দিন খাই পরিবার পরিজন নিয়া একসাথে থাকি এই আমার শান্তি।

সেনাপতি : তবে তুমি সুখি মানুষ তাই না?
কাঠুরিয়া : হ্যাঁ বলতি পারেন ।
খাজানজী : এই নাও মোহর আর তোমার গায়ের জামাটা আমাদের দাও ।
কাঠুরিয়া : আমার তো জামা নাই। একটিমাত্র ছিল , একজন বৃদ্ধ শীতে কষ্ট পাচ্ছে দেখে দিয়ে দিছি।
রাজবৈদ্য : তোমার একটাই জামা তাও দিয়ে দিয়েছো?
খাজানজী : সেনাপতি ওঁকে যেতে দেবেন না ; ওর জামা নেই তো কি হয়েছে, ওকেই রাজার কাছে নিয়ে যাবো।বলে ঝাপটি দিয়ে কাঠুরিয়াকে ধরে বের হয়ে যাবে।

গল্প-কথক: ক
যাক অবশেষে একজন প্রকৃত সুখি মানুষকে পাওয়া গেলো । পথে যেতে যেতে কাঠুরিয়াকে সব জানানো হলো।
গল্প-কথক: খ
কিন্তু জামা তো পাওয়া গেলো না। তাহলে কি রাজা সুস্থ হবেন না!
গল্প-কথক: ক ও খ একসাথে
চলুন দেখি কি হচ্ছে রাজপ্রাসাদে?
(আলো নিভে যাবে)

… দৃশ্যান্তর…

(মাঝখানে রাজার জন্য চেয়া বসানো হবে।
আলো জ্বলে উঠবে-
রাজসভায় রাজা বসে আছেন; পাশে মন্ত্রী, বৈদ্য, সেনাপতি, খাজানজী আর সাথে সুখি মানুষ।)

মহারাজ: কাঠুরিয়া তোমার কথায় আর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ ,আমার মাঝে কেমন যেন পরিবর্তন অনুভব করছি। এ এক অন্যরকম অনুভুতি যা আগে কখনো অনুভব করিনি,
আমি যেন এখনই সুস্থ অনুভব করছি ।

কাঠুরিয়া : মহারাজ পৃথিবীতে আমরা কতদিন আর বাঁচি ! ধন সম্পদ আমাদের কেবল স্বাচ্ছন্দ দেয়, সুখ- শান্তি দেয় না । সকলে সুখে দু:খে মিলেমিশে থাকাকেই সুখে থাকা বলে।

মহারাজ: তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছো কাঠুরিয়া।মহামন্ত্রী, যেসকল প্রজা রাজ্য ত্যাগ করেছে তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্হা করুন। সেনাপতি, খাল খনন করে চাষের সুব্যস্থা করুন। আমার রাজ্যে যেন কেউ অনাহারে থাকে।

খাজানজী , রাজকোষ থেকে ধনরত্ন প্রজাদের মাঝে বিতরন করুন। আর যেন কাউকে আমার রাজ্য ছাড়তে না হয়।

এই যে রাজবৈদ্য আপনি আনন্দ উৎসবের আয়োজন করুন।

সকলে : আগ্যে মহারাজ।

মহারাজ: আমার রাজ্যে কেউ অনাহারে থাকবে না, কেউকে খাজনা দিতে না পারার অভিযোগে গৃহত্যাগ হতে হবে না; সবাই রাজার মত চলবে,একে অপরে মিলেমিশে মহাসুখে থাকবে । আজ থেকে তোমরা সকলেই রাজা।

রাজা চেয়ারে বসবে আর গায়কদল ঢুকে গান গাইবে আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজ্যত্বে, সকল নৃত্যশিল্পীরা রাজাকে ঘিরে নাচ করবে শেষ পর্যায়ে রাজাও সকলের সাথে নাচে অংশগ্রহন করবে।

বি.দ্র.- নাটকটি বিখ্যাত নাট্যকার মমতাজ উদ্দীন আহমদ রচিত সুখি মানুষ গল্পের ছায়া অবল্মনে রচিত হয়েছে।

****

The Amazing AI

Nimisha Debnath, Age - 11

Artificial Intelligence (AI) has been part of our lives for decades, often in ways we don't even notice. From movie recommendations on Netflix to face recognition on iPhones, AI is deeply integrated into our daily routines. But what else can AI do?

What AI Can Do

AI has the remarkable ability to mimic human cognitive functions without making typical errors. It operates continuously, unlike the human brain, and excels in machine learning, natural language processing, and image generation. AI is also making significant contributions in fields like healthcare, finance, transportation and what not.

The Dangers of AI

Despite its many benefits, AI also poses several risks. Key concerns include AI terrorism, deepfakes, and privacy issues. Privacy is perhaps the most alarming. For example, iPhones use face recognition to unlock devices, which might seem convenient but also presents a risk. If someone else gains access to your phone, they could potentially use your face to access sensitive information, like your bank account.

Have you ever noticed ads for things you've discussed appearing on your devices? This can be unsettling because it suggests your device might be listening in on your conversations. Similarly, if someone steals a device with voice recognition capabilities, they could misuse your voice to impersonate you and access your personal information.

The Future of AI

Currently, AI is making strides in predicting natural disasters and assisting in cancer research. Looking ahead, AI is likely to become even more transformative, potentially enabling faster and more accurate diagnoses and innovative treatments.

These advancements highlight some of the incredible possibilities AI holds. It's crucial that as we move forward, we ensure AI is used ethically and responsibly, avoiding threats and instead harnessing its potential for the benefit of humanity.

****

Artworks: Ved Shikari, Age - 12

When the Waves Hit

Ruwan Barua (Dibbo), Age - 11

A long while ago there lived a young upstart sailor named James, just starting to make his way in the world. With no family or friends, he lived a lonely existence. Dreaming of the sea was James' only escape. Well, that and his reading. He loved to read anything he could get his hands on – dramas, novels, even comics! But his favorite thing to read was ancient diaries he found in the local library of old sailor's adventures in the majestic Red Sea. He would sit up at night by candlelight and devour them for hours, the stories fueling his love for the sea even more.

On a wet and stormy night James was walking by the docks, watching all the big boats prepare for their voyages. "Hey!' yelled a voice behind him. "You looking for a job young man? We need another deckhand to come out right now, we are down a shipmate. You look strong." Before he could get any words out to reply, James' legs began sprinting so fast, taking him towards the ship in excitement. "I take that as a yes," the man mumbled under his breath.

As the ship set sail, the rest of the crew welcomed James and showed him around the deck. His job was to scrub the decks, tie the ropes, and do anything else the captain asked. It would be tedious work, but James couldn't believe his luck! After his short tour of the deck, he was shown to his sleeping quarters below. "You rest up now, I'll take the first watch," said Patrick, his deckmate. "We can swap shifts in a few hours. You better be ready." For the first time in a long while, James felt content and blissful, and sleep came easily – he felt at home.

BANG! CRASH! James awoke with a thud. He has been thrown to the floor. "HELP, PLEASE HELP!" He heard being screamed from above. James tried to run but immediately fell. He was being thrown from side to side and could barely stand up straight. The yelling and screaming got louder as he finally got the balance to make his way up the stairs. 'IT'S TOO LATE, WE ARE GOING DOWN!" When James appeared from below deck, he saw everyone scattered, scrambling to save themselves. "Save yourself young man!" yelled Patrick when he saw James. "We've hit a rock and been taken by the sea." "What do you mean?' James replied. "Someone tell me what's going on!" he pleaded. But to the rest of the crew, he was invisible. It was every man for themselves. As he looked up, he saw giant waves crashing all around them. It was like a whirlpool of red water, swishing them around like they were nothing. A dark shadow lurked high behind him, a wall of red water stood high and with one last big breath, the wave took James down, down, down.

James felt peaceful and warm. As he opened his eyes, he saw blue skies and felt the sun beaming down on him, warming his bones. He sat up with a jolt, immediately remembering the events of the night before. How did he get here? Where was everyone else? What happened to the ship? He looked around – sand, palm trees, and no one else in sight. "Hello? Anyone there?" No reply. He stood up and to his surprise, he was completely uninjured, apart from a couple of scrapes and bruises. He began to search the shore for signs of any of his crewmates, hoping with all his might that he was not alone there. He walked for hours searching, screaming, and pleading for any sign of life. Just when he was about to give up hope, James spotted something sticking out of the sand. It looked like a book. As he got to his knees and dug it out of the sand, he read the title, Diary of Laura – My Adventure in the Red Sea.

James sat in the sand and began reading the diary. It seemed to be the words of a young girl, aged 12, named Laura. She wrote about how she had washed up on an island after being crushed by waves on her family's ship. James was intrigued that he appeared to be in the same situation as Laura.

The diary spanned 77 pages, each page detailing a different day on the island. James restricted himself to reading one day of the diary at a time, to make it last. James read about how Laura survived. She learned to catch fish with a stick that she carved into the shape of a hook, she threw rocks at the palm trees to knock down coconuts to drink the water from inside them and built a shelter from old palm leaves, some boulders, and sticks. He too learned to catch the fish with a stick, knock coconuts down to drink, and make a shelter out of palm leaves he found lying on the island.

The 77th page of Sofia's diary was the day she was rescued from the island. At last, James had hope that he too would be rescued. But it was not to be. After 104 days, the fish began to swim away, the coconuts stopped growing and the shelter fell. It had been 6 days since James had eaten, 4 days since he had anything to drink, and 3 days since he last slept. His hope was cast away. His body was frail, exhausted, and in need of help. As he laid his head down on the sand for what he had accepted would be his last night on earth, he thought he caught a glimmer of something in the ocean far away, a ship's sail maybe? But his eyes could not stay open, his body too weak to yell and his spirit decimated. The blackness overcame him.

Once again, James awoke. How can this be? he thought to himself. Please not again, I cannot take this island any longer. But as he slowly opened his eyes, it was not the island. He saw lights, white walls, windows and people buzzing around busily. "Sir, sir, how are you feeling?" said a soft, female voice.

"Where am I?" James asked. "How long have I been here?" "You are in the Seaweed Bay Hospital," she replied. "Oh, thank you, thank you for rescuing me! I thought I would never get off that island," The nurse looked confused. "Island? No sir, you were pulled from the sea last night after your ship capsized. You have been here just a few short hours now." "No, you must be mistaken," James replied. "After our ship sunk, I washed up on an island and have been there for months!" "I can assure you; you did not touch an island. I was here myself when the ambulance brought you and your crewmates in. You were wet from the ocean and mumbling about diaries, you were delirious. Just rest up now and I'll bring you something to eat," said the nurse in a caring tone, and she left the room.

James was silent. He couldn't believe what he was hearing. Had it all been a dream? But it felt so real! Just then he saw Patrick, his deck mate from the ship, walk past his room. "Patrick," he called. Patrick stopped in the doorway. "James, thank goodness you are okay! What a great first trip, hey buddy! That's one you'll never forget," he chuckled. "Everyone is okay mate, we were all rescued by a nearby helicopter, pulled out of the ocean and we were all brought here. The ship ain't so lucky though." "So, there was no island then?" James asked. "No mate, you gave us all a good laugh last night mumbling about some island, you must have been having a good old dream. I'll leave you to get some sleep now, sounds like you need it."

As James rolled over, he started to think everyone was right. It must have been a dream. The island, the diary, everything. Just then, the nurse came back with some food. "Here you go, this will make you feel better. Oh, and you had a book with you when you were rescued, I've put it in the top drawer next to your bed." James opened the drawer, took out the book read the title, and gasped Diary of Laura – My Adventure in the Red Sea. The nurse gave him a wink, as she set down his food tray. He looked at her nametag . . . "Laura".

The End.

****

The Beauty of Bangladesh

Joyoti Sarker, Age - 12

In the heart of Bangladesh rivers flow,
Fields of fragrant flowers grow,
The Padma's grace, the Sundarbuns' shade,
By Mother Nature, your beauty made,
Lush gardens stretched on emerald plains,
While monsoon rains renew the grains,
Cox's Bazar is serene and grand,
Where Dhaka's vibrant crowds and markets stand,
Bengali's melody, an Imeless song,
In every word, traditions strong
A land of dreams, of hope, of light,
Bangladesh, you shine so bright,
Where ancient traditions and warmth are attached
The beauty of Bangladesh is unmatched.

Artwork: Panna Barua Liza

The Mysterious Shoe

Aaron Saha, Age - 13

You see, many people would be thinking that this shoe is ordinary. You might be thinking at this moment it's got to do nothing with this, and it will be another boring story. But listen to me very carefully, because this story could impact people's lives. They would think this is a real thing and might want to see if it could happen to them because this is the story of…… Shoe 987!

It was a rainy morning when Jack woke up. He hadn't after all been really surprised because it had been raining very hard and hailing as well. When he got up, he could hear his older brother snoring from at least 10 meters away from his room. The only thing his big brother was good at was sleeping. Sleeping was the thing he was an expert at. He silently crept up into his room to scare him but instantly regretted it when he turned the other way which was the direction that his brother was facing him. Jack was trying so hard not to make a noise because his brother WOULD GET MAD AND YOU WOULD NOT WANT TO SEE HIM VERY MAD! His snoring was getting SO LOUD that it looked as if he was going to get another headache which Jack did not prefer. He got out there as fast as he could before anything could get him into trouble.

After a few hours, his parents were starting to wake up. Normally, Jack would go to their room and see what valuables and family memories they had but today, Jack felt like he shouldn't because his parents work super early and come late at home, so he decided not to bother them.

"Good morning, Jack," said his mum and dad, tirelessly

"Morning guys", said Jack back to them.

Leaving his parents alone, Jack decided to go on the morning walks that he did every day. Since today was a weekend, he could walk for as long as he wanted before it was lunch. Walking was very fun and soothing for Jack because he always went to this lake where there were hidden and secret things people normally threw when they didn't use it anymore. Jack liked that lake, so he decided to head there and check what had been added to this. After a few minutes, he finally arrived. This time, it was looking for empty today. Jack was looking everywhere and couldn't find anything at all. Not even a single item could be spotted by him. He eventually decided to give up until he found something which wouldn't surprise anyone in any matter. A shoe. A Normal ordinary shoe. Jack couldn't even bother looking at it, so he just decided to leave but he started to hear a peculiar noise coming from the boot. At first, Jack thought he was hallucinating because this noise was very strange and thought maybe it was coming from his dreams but going closer to the boot made it obvious it was coming from there. Suddenly, a blue light came from the sky and SHOOK THE SHOE! By now, it was starting to get creepy. Just then, everything went back to normal as if nothing had happened. But Jack knew hidden secrets were happening to this boot. He decided to take it home and examine it further to find out if anything was acting strange.

After reaching home, his mom and dad were watching TV. His parents just smiled at him and glanced at him. He went into his room and wasn't surprised that his brother was still sleeping. He took a closer look at the shoe and then realized that it had something written on the side of it. It looked like it was read in Greek, so he decided to use Google Translate to find out. When he translated it, he couldn't believe it! This boot came from Neptune! Somehow, it landed, and it read clearly on Google Translate that this boot was worth more than 10 million Dollars! He couldn't believe his eyes. They were going to get rich, and his parents were going to be so proud of him. Just now, there was a knock on the door. At first, Jack thought it was for the mail since they only rang it once, but the door alarm kept ringing repeatedly! His parents went to check who it was, and it was an archaeologist. The badge read its name Dr Moka Zoopery. He came here to check that there was a boot that was supposed to be given to him. When Jack heard this, he ran at that instant moment. He escaped through the backyard before his parents could come. There was no way he would be giving a boot to him. It didn't even look like he was a real archaeologist. His parents were looking for him, but he already left. He was waiting for that 'Archaeologist' to leave.

After waiting, he decided to go back in, and HE WAS STILL THERE! His parents spotted them and started asking where he was. His parents told him to give the shoe to him, but Jack started acting

stubborn here and said no. His parents tried to say it to him in a nice manner, but Jack started shouting and then this was the exact moment his big brother got woken up. His parents started getting aggressive with him and Jack got cornered. He eventually had to give the boot and was so sad. What would happen if he was not a real archaeologist? What happens if it was a robber in disguise? These thoughts started hitting Jack hard and he got mad and upset. He at least lost 10 million dollars that was worth of selling. He needed to come up with a plan. And this plan was going to require a lot of action. And this is where….

PART 2

Coming up

Fight Back!

Artwork: Joyoti Sarker, Age - 12

The Safari Adventures of Zac, Sam, James, and Rocko

Pranshul Ghosh (Shobdo), Age - 8

Chapter 1
Boring

Everyone went crazy as they bashed into each other because they were playing with safari toys. It went crazy until Sam began to sing "Uncle Moti is so naughty." Suddenly Everyone rushed to look at Sam. With a boring shock, Moti just appeared from nowhere. Everyone did an angry stare at Sam. Sam gulped and the others wanted to do something to Sam and they were all thinking of something else. "Let's go to Africa" said Moti putting expression and wearing an African dusty cowboy hat. The children went with Moti and to the airport.

Chapter 2
Action in the airport

When they went to the airport. Moti was so hungry, and he saw a vending machine, he just ran to the machine lifted it, and ate everything in it the children were so embarrassed, lucky no one saw them. Suddenly everyone saw Moti Walk away from the empty machine and jump on Moti. Pow! As everyone jumped on Moti's fat tummy. They bounced off his tummy and landed harder than before. Kaboom! There was dust everywhere because Moti was mushed up on the ground. 'Oooph!' He said with a light voice fainting. The children were in chaos, and they were biting their lips, so they wouldn't laugh. Moti's clothes were ripped off and now he was sulking, and he was a bit embarrassed. Suddenly the plane landed, and they went inside the plane.

Chapter 3
Doomed on Mount Everest

They went on the plane and the plane started to move. 'Roar!' As the plane rushed out everyone was squashed in their seats. They were in the middle of the sky. Suddenly a storm hit. 'Bang!' As the lightning hit the plane's wings they landed on the mountain. 'Boom!' the plane crashed on a mountain and everyone closed their eyes because it was a wild landing!

Suddenly Sam was the first one to open his eyes. "Are we still alive?" said Sam almost with a faint

voice. "Why are we talking if we are still alive" groaned James. Sam did a cranky stare at James. James gulped, and they went outside the plane; dizzy.

Chapter 4
Africa

Sam bought a cardigan, but now it was dusty because of that wild plane ride! Sam ran to Moti and kicked him into the ocean because he ruined Sam's cardigan. Lucky Moti didn't fall out of the mountain. "We'll have to camp here," said Moti. "Camp! Noooooh!" Shouted Zac as he felt like he lost his favorite simulation. They camped on Mount Everest. It was moonless and Sam and Moti were squabbling. "Why didn't you bring marshmallows," said Sam. "I didn't know we needed that" gulped Moti. "You could just have bought a backup!" Shouted Sam. "Oh! I didn't think of that" gulped Moti. "You cou-" paused Sam as Zac spoke in. "Stop! Stop squabbling!" Shouted Zac. James and Rocko were throwing rocks in the ocean and raced who could throw further. Moti put all the baldachins and it costed $10000000000000000000000000000 (Nonillion) and it was so ponderous. The problem was that it was like a sofa. It was morning, the children woke up and ran to Africa and they were running on water. They can't carry Moti, so they kicked Moti to Africa, and they ran with Moti flying. Suddenly they reached to Africa.

Chapter 5
The fiercen cat monster

They ended up on a grassland and were on top of a cheetah! Moti wasn't on top of the cheetah and the cheetah ripped Moti's pants off. 'Thump!' 'Thump!' Suddenly the children looked up and saw the fiercest cat monster and it kicked Moti back to the house and the house got wrecked, lucky it was Moti's house. The monster razed up its sharp claws and ripped Sam's clothes off. Kabang! As the monster stomped its giant foot it squashed the cheetah! Zac was good at kicking, so he kicked the monster and it flew right over to Australia where Moti was. Slam! As the monster slammed into Moti its razor-sharp claws dug into Moti's bones! The children have seen all of them with Zac's binoculars. "Ooh!" As the children said together at the same time the monster dug its claws into Moti's bones.

Chapter 6
The stampede

Suddenly it was a tsunami wave, and it was huge! "Run!" Shouted Rocko. "We have nowhere to run!" Replied Zac because it was already here. 'Splash!' As the tsunami wave hit the grassland, it turned into a river! The children were floating there, and they were heading to sea. They couldn't run because the water was so quick. They did a wild leap, and they landed on an elephant. Pow! As the children slammed the elephant now it started stampeding! "Ah! Stampeding elephant!" Shouted James. The elephant kicked them off and they landed. 'Boom!' they landed on the grass almost splashing on the lake. "Hey where's Sam" asked Rocko confused. "AH!" A voice came and a figure crashed into Rocko. "Oh here you are," said Rocko fainting.

Chapter 7
The Wizard

"Let's go," said Zac. "Hey wait; where's Rocko and Sam?" Said James. Suddenly Zac turned back and saw everyone disappear! Suddenly behind Zac, a bat hit him and he fainted with a "Thud!"
Suddenly Zac woke up dizzy and saw he was in a cabin that was dusty, filled with cobwebs and slime! Zac saw that he was trapped and his brothers too! He kicked Sam and he woke up then kicked and kicked when everyone woke. Sam did a dramatic kick that they were unlocked. 'Kaboom!' a wizard appeared from nowhere and made a humongous crack in the wall! "Hey! Hey! Hey!
Who's here" groaned the wizard with an evil laugh. Suddenly Zac punched the wizard, and it went to outer space. The children cheered at Zac as he kicked the wizard to outer space and the wizard suddenly landed on Moti and bashed him. 'Bash!' As the wizard hit Moti Moti was exhausted!
Chapter 8
Home

The children ran on the ocean back home and suddenly reached Australia but on the wrong coast. They walked and walked until they reached home. They felt like they were going to faint. They opened the door and saw Moti standing. The

children went to bed to have a rest, and they slept in 9:00 morning!
Chapter 9
Celebrate
The children woke up and went to Moti and Sam said, "Time to celebrate!" Moti was bored when he heard that. They started to sing "Uncle Moti is so naughty!" And they sang until bedtime.

****

Exploring the Depths of Indian Philosophy: Advaita Vedanta, Yoga, Ayurveda, Bhagavad Gita, and Bhakti

Monobrata Saha

Exploring the Depths of Indian Philosophy: *Advaita Vedanta, Yoga, Ayurveda, Bhagavad Gita, and Bhakti*

Indian philosophy is a vast ocean of spiritual wisdom, encompassing various schools of thought and practices that have shaped the lives of millions over millennia. Among the many traditions, Advaita Vedanta, Yoga, Ayurveda, the Bhagavad Gita, and Bhakti hold significant places, each offering unique insights into the nature of existence, the path to liberation, and the art of living a balanced life. This essay explores these interconnected aspects of Indian philosophy, highlighting their contributions to spiritual and physical well-being.

Advaita Vedanta: *The Non-Dual Philosophy*

Advaita Vedanta, one of the most profound and influential schools of Indian philosophy, is a non-dualistic system that teaches the oneness of the individual soul (Atman) and the ultimate reality (Brahman). The term "Advaita" literally means "not two," signifying that there is no separation between the self and the divine. This philosophy was expounded by the great sage Adi Shankaracharya in the 8th century, who comprehensively interpreted the Upanishads, the Brahma Sutras, and the Bhagavad Gita.

At the core of Advaita Vedanta lies the idea that the world as we perceive it is an illusion (Maya), and the true reality is the unchanging, eternal Brahman. When seen through the lens of ignorance (Avidya), the individual soul appears to be separate from Brahman, leading to the cycle of birth, death, and rebirth (Samsara). Liberation (Moksha) is achieved through the realization that the self is not distinct from Brahman but is identical to it. This realization is not merely intellectual but experiential, attained through self-inquiry, meditation, and the guidance of a realized teacher (Guru).

Yoga: *The Path to Union*

Yoga, a term derived from the Sanskrit root "yuj," meaning "to yoke" or "to unite," is both a philosophy and a practice that seeks to unite the individual soul with the divine. While yoga is often associated with physical postures (asanas), it is, in fact, a comprehensive system that encompasses physical, mental, and spiritual practices aimed at self-realization.

The ancient sage Patanjali codified the practice of yoga in the "Yoga Sutras," where he outlines the eightfold path (Ashtanga Yoga) consisting of Yama (moral restraints), Niyama (observances), Asana (posture), Pranayama (breath control), Pratyahara (withdrawal of the senses), Dharana (concentration), Dhyana (meditation), and Samadhi (absorption or union). Each stage of this path is designed to purify the body and mind, leading the practitioner toward a state of inner peace and ultimate union with the divine.

Yoga is closely linked with Advaita Vedanta, as both systems emphasize the importance of self-realization and the dissolution of the ego. Through disciplined practice, yoga enables the practitioner to transcend the limitations of the physical and mental realms, facilitating the direct experience of the non-dual reality.

Ayurveda: *The Science of Life*

Ayurveda, meaning "the science of life," is an ancient system of medicine that originated in India over 5,000 years ago. It is based on the principle that health and well-being depend on a delicate balance between the body, mind, and spirit. Ayurveda seeks to maintain this balance by promoting harmony between the individual and the environment.

The foundation of Ayurveda lies in the concept of the three doshas—Vata (air and ether), Pitta (fire and water), and Kapha (water and earth)—which are the fundamental energies governing the body and mind. Everyone has a unique constitution

(Prakriti) determined by the predominance of one or more doshas. Imbalances in the doshas lead to disease, and Ayurveda aims to restore balance through diet, lifestyle, herbal remedies, and detoxification practices.

Ayurveda is not merely a system of medicine but a way of life that emphasizes the prevention of illness through holistic living. It is deeply connected to yoga and meditation, as mental and spiritual health are considered essential components of overall well-being.

Bhagavad Gita: *The Song of the Divine*

The Bhagavad Gita, often referred to as the "Gita," is one of the most revered texts in Indian philosophy. It is a 700-verse dialogue between Prince Arjuna and Lord Krishna, set on the battlefield of Kurukshetra. The Gita addresses the moral and philosophical dilemmas faced by Arjuna as he prepares to engage in battle, serving as a guide to righteous living and spiritual enlightenment.

The Gita presents various paths to spiritual realization, including the path of knowledge (Jnana Yoga), the path of devotion (Bhakti Yoga), the path of selfless action (Karma Yoga), and the path of meditation (Dhyana Yoga). It teaches that the ultimate goal of life is to realize one's divine nature and to act by that realization.

The Gita is closely aligned with the principles of Advaita Vedanta, as it emphasizes the importance of recognizing the self's unity with Brahman. It also introduces the concept of surrendering to the divine will, which is central to the practice of Bhakti Yoga.

Bhakti: *The Path of Devotion*

Bhakti, or devotion, is a central aspect of Indian spirituality that emphasizes love and devotion to a personal god. The Bhakti movement, which began in South India around the 7th century and spread across the country, was characterized by its emphasis on emotional surrender and the direct experience of the divine through devotion.

Bhakti Yoga, as outlined in the Bhagavad Gita, is the path of love and devotion towards a personal deity, often manifesting in practices such as chanting, singing, prayer, and ritual worship. Unlike the intellectual approach of Jnana Yoga or the disciplined practices of Karma and Dhyana Yoga, Bhakti Yoga is accessible to all, regardless of caste, creed, or gender. It offers a path to liberation through the power of love and devotion, which are seen as potent means of overcoming the ego and realizing the divine presence in all beings.

Conclusion

Advaita Vedanta, Yoga, Ayurveda, the Bhagavad Gita, and Bhakti represent different yet interconnected strands of Indian philosophy, each contributing to a holistic understanding of the self and the universe. Advaita Vedanta offers a profound metaphysical insight into the nature of reality, while Yoga provides practical tools for achieving union with the divine. Ayurveda emphasizes the importance of balance and harmony in maintaining health, and the Bhagavad Gita serves as a timeless guide to righteous living and spiritual growth. Bhakti, with its emphasis on love and devotion, offers a path to divine communion accessible to all.

Together, these traditions form a rich tapestry of wisdom that continues to inspire and guide seekers on the path to self-realization and holistic well-being.

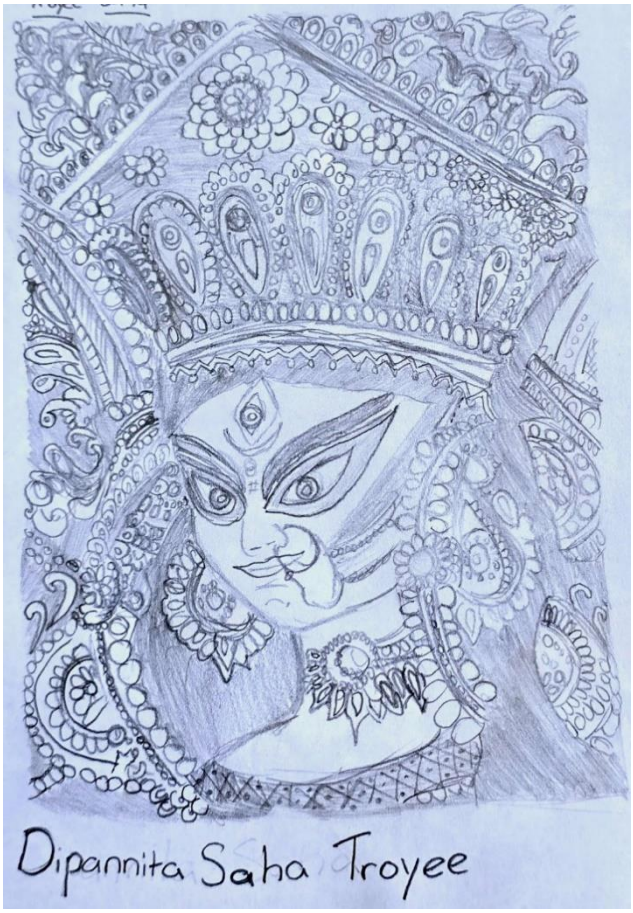

Vast Australia

Sreyoshi Sen (Mohor), Age - 12

Isolated rock
Stories carried through your cracks
Red sands surround you

Underwater realm
It thrives with sea animals
Coral dreams in blue

Wind carries secrets
The three sisters stand in stillness
Blue haze wraps the peaks

Terrain draped in mist
Ancient trees carry secrets
Wild whispers linger

Bondi's warm embrace
Laughter, sunlight, surfing blend
Waves kiss golden sands

From deserts to reefs
Wild whispers of red and blue
Vast Australia

Artwork: Ruwan Barua Dibbo, Age - 11

The glitched sun

Rishan Talukder, Age – 10

The unusual gold glow
Is making corruption flow
All dark shadows lighten around
With a glimmering purple sound

Days after day dilapidated titans form
Cursed animals make rays and Zeus creates glum storms
All hope is lost
So much was at the cost

Melancholic souls become eerie
The world has become dark
Nothing is a holy fairy
Radiant waves are now a bloodshot mark

Wishful Survivors are begging for help
Nostalgic times are melancholic kelp
Earth is dripping with black sweat
Humans are now the sun's pet

The old, demolished trees are a bust
The clouds are filled with indigo dust
Everything is now a worst glitch
All the screams are a high pitch

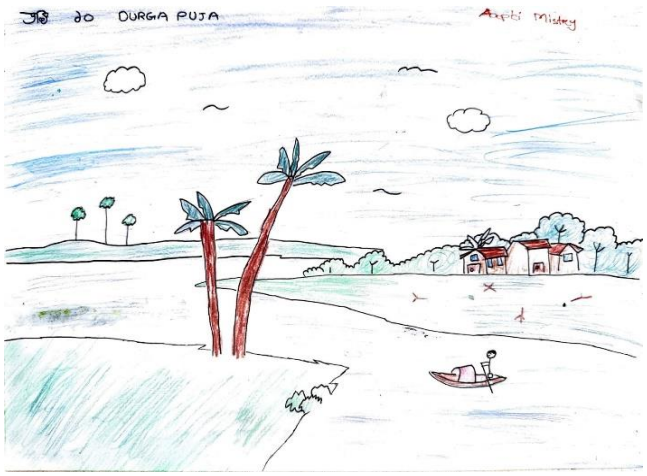

Artwork: Aapti Mistry, Age - 10

CROW AND MIRROR

Prithul Bisshay Bose, Age - 16

In a time far away, a place long ago,
A sad crow found a beautiful mirror.
“O’ mirror, O’ mirror,” the crow cawed,
“Why do you reflect my visage?
My clipped wings and broken beak?
My feathers without luster?”
The mirror spoke with the crow’s image.
“Little crow,
Don’t you understand?
I am a trick of the light,
If you do not wish to see your image,
It only requires a change in perspective.”
The crow did not understand the mirror,
With its broken beak and clipped wings,
So, it flew away and ran from the sight of itself.
For a long time, the crow did not return,
The mirror continued, unbroken,
Until one day the crow returned.
“O’ mirror, O’ mirror,” the crow asked,
“What do you see when I am not here?”
Once again, the mirror spoke.
“Don’t you understand, little crow?
I have no eyes to see,
No ears to hear,
No mouth to speak with,
I am constant, unmoving,”
“Is it not painful?” the crow questioned,
“To watch the world, go by?
Unable to speak,
Talk, move with it?”
The mirror chuckled,
“Change is the privilege of the living,
I merely observe,
A single perspective,
Constant, unchanging.”
The crow thought for a bit,
Bandage over its eye,
Scars, young and old marring its aged form,
Until it had an idea.
“O’ mirror, O’ mirror,
What if I showed you new perspectives?
Gave you many reflections at once?”
The mirror laughed, a hearty chuckle,
Without any heart,
“Little crow,
Would you shatter me?
Break me into a thousand pieces?
So, you may see a perspective
Where are you happy? You
Are welcome to try, but I am not
Easy to break.”
The crow was surprised to be seen through,
Easily, by the mirror,
So, the crow would be honest,
“O’ mirror, my life
Is naught but tragedy,
Hardship after hardship,
All I ask is a single chance,
To make things right with
The past I left behind.”
The mirror, reflector of the word,
Only offered a single warning,
“Break me if you must,
Little crow,
But know that it will not bring
That which you seek,
So desperately.
You will cast the future
Into doubt, uncertainty,
Every outcome,
Every possibility,
All at once, across the
Shards of glass.
They will hate you, little crow,
And you will become nothing
But a shattered reflection,
Of what you are now.”
The crow did not hesitate,
Did not doubt,
“O’ mirror, if I didn’t
At the very least try,
I will forever regret it.
No matter what it costs,
I will seize the possibility,
To fix what was wrong.”
And so, with a final caw of farewell,
The crow struck the glass with all its might,
Once, twice, thrice,
Again, and again.
“Foolish crow,
I cannot break,”
The mirror taunted,
Yet the crow kept striking,
With broken beak and dull talons,
With matte feathers and clipped wings,
He struck until all that was left in the world
Was himself and his reflection.

Until finally, he struck true,
And a lightning-shaped crack,
Snaked through the mirror,
Like lightning through the earth,
Like a vein, carrying blood.
Small shards flew free, into the crows
Feathers and skin,
Reflected everything but the crow,
The mirror did not speak,
For it had no mouth,
No eyes, no ears,
There was only shattering glass.
Finally, the crow broke the mirror
So thoroughly, that only shards remained.
But nothing was left of the crow,
Who destroyed his reflection,
Only the glass that went free,
Stuck itself in his flesh,
Left an echo of what he was,
A broken reflection.
Nothing left but a fragment.

Artwork: Prithul Bisshay Bose, Age - 16

The Glowing Light To…

Aapti Mistry, Age - 10

On the full night of the Winter Solstice came the death of one person who didn't know or care about the Winter Solstice or thought it was pointless to have a Winter Solstice. She would strike death behind your…
It was the Day of the Winter Solstice and I was not excited at all for this. I thought the Summer Solstice was much better because there were more days and fewer nights. I was wondering all year why Winter Solstice happened and today I wanted to ask my Mum.

"Mum, why do we have a stupid Winter Solstice?" I said while I tied up my leather boots. "My Mum dropped her jacket on the crusty, musty floor.
"Don't ever say that ever again!" She bellowed. My Mum was now gone into the inky blackness.

My Mum was full of mysteries herself and she had a suspenseful characteristic, but I didn't care about the mysteries she said to me once in a while. I went outside because it was time for the Winter Solstice.

I was walking down the snowing street with snowmen and lots of white trees around me. I kept on wondering why is a Winter Solstice even a thing, but then I saw a gleaming, glistening, luminous light. I wanted to follow the light. Anyway, it was much better than going to the stupid Winter Solstice.

I ran to the glowing, luminous light but it was really fast, but I had to run with it because there was no point in going back when I was so far away from the village. But then the glowing light disappeared. I was now in a grave - old and worn out.

"Why am I here?" I screamed. While I was screaming, I stopped because I heard a whispering voice in my ear. "You have said or done something that I must give you a punishment for." My hands trembled as I walked to the gate. "It is too late to be alive," She said.
I turned around but then…

The never-ending day of play

Anisha Paul (Bella), Age – 10

"Mummy! Can we go to the play center, please please PLEASE" begged Lilly. "I can't see why not," said her mum with a big smile on her face. Lilly dashed through the door into the noisy play center. It had colorful equipment and loads of children everywhere running around. Lilly looked around and decided she wanted to go to the big puppet play section over on one side. There were no other children there, just the way Lilly liked it.

Lilly picked up a puppet and began to play with it. The puppets had long hair and a beautiful floral pattern on their tiny dresses. Lilly played with the puppet the whole time and her mum went shopping. Lilly didn't hear anything for, she was concentrating too hard on playing with the puppets. As time went by, Lilly thought that her mum had begun to forget about her as Lilly kept playing with the puppets. She felt scared and insecure" Where is she" Lilly thought.

CREEEK! Went through the door to the play center. Lilly looked behind her and was surprised to see the door closed and locked. Lilly stood up and ran to the door screaming 'HELP!' She got to the door and banged on it screaming for help, but it was no good, the door was soundproof. Lilly sat down and began to cry, she wished she had never come to the play center. She heard another creek. CREEEEEK!

Lilly looked behind her and saw the puppets were moving and coming towards her from the dollhouse she was playing in. Lilly screamed and grabbed a blue pen from the counter next to her. She pointed the pen towards the puppets. Her heart was beating like a lion who had just chased a gazelle across the savannah. Her face was pale, and her eyes looked like they were about to pop out of her head. Lilly started sweating heavily as they came towards her.

Lilly ran away from the door and threw the pen at the puppets as she headed for the nearby bouncy castle. She thought to herself 'The puppets are so small; they can't climb up here'. She breathed a sigh of relief, that was until her earring dropped out of her ear and the walls began to deflate into a big blob. She panicked again as she realised, she had nowhere else to go.

She ducked down behind the deflated bouncy castle and peeked over the edge to see where the puppets had gone. She couldn't see anyone, she was relieved.

Lilly left the bouncy castle and headed to the play center bathroom. When she got there, she had a fantastic idea, she could stand on the toilet and escape through the toilet window. Lilly jumped out of the window onto the hard pavement. She quickly left the center and went to find her mum. She didn't know where her mum had gone but found her knocking on the locked door to the deserted play center. She was so happy she gave her mum a big hug and asked her "Where have you been?" Her mum said, "I've just been at the shops, I was only gone for 10 minutes to have a look at a dress!"

She looked back in the play center and saw the bouncy had reinflated and the puppets gone. She was confused but decided to just ignore it. As she turned around to head home, she didn't notice that the puppets were holding onto her furry coat ready to follow her all the way home.

Artwork: Rajshree Pramanik, Age - 12

Durga Ma and Puja

Rose saha, Age - 7

This writing is all about how Durga Ma is helpful to us.
Everyone is made just from one person… God!
Did you know that if you pray to Durga Ma every single day before you go to school or leave the house you will get blessings from her?
Puja is another thing you can also do if you want to have blessings. It's AMAZING how god made all the nature for all the people who live in this world and people who get second lives.
Recently we moved house and we did Puja to tell god to keep us safe when we are in our new house in a different location.
NOW! Here's the part where you should listen! If you have a room where you pray to god and you go in the kitchen you should not go back to the room where you pray and you touch something with your dirty hand. You should clean it so god can forgive you and god is kind of a forgiver for everything that you do incorrectly but as much as you fix the problem.
And now I will tell you how and when I pray. Every day when I come back from school I take a shower get changed into fresh clothes then I go to the puja room and I go to the backyard to put the water in the tulsi plant with the tulsi mantra. After that, I do the puja and prayer.
Now I will tell you a little story. It was a windy day and very cold night when I woke up in the middle of the night and I got scared because there was lighting then I went into the puja room and prayed to god to stop the lighting and it worked and that's why I always say god is the… best!

Volunteering

Ananyna Sharma

Volunteering is a profound act of service that not only enriches the community but also deeply benefits the individual volunteer. Whether it be assisting a teacher by distributing test papers or helping to clean up a classroom, even the smallest gestures can make a significant impact. At first, it may not seem like much but simply giving up one's time for another is an act that should always be appreciated. For me, volunteering with the Dr YES program since starting university has been a transformative experience. Initially, I believed the role was only about discussing common youth issues with students and making new friends while in university. However, after receiving a medical question from a student who I had only just met, I realised the substantial influence my words could have. This student had absolute trust in me and believed every single word I told them. It made me realise that by giving up just an hour of my time to listen and talk to these kids, they were comfortable enough with me to ask questions that they could not ask their parents.

This realisation underscored the responsibility I carried and inspired me to deepen my knowledge of youth issues to better support and answer questions. A week spent volunteering in rural areas further highlighted the privilege I have by studying in a metropolitan area, revealing the stark gap in health knowledge. This experience has motivated me to aim for a career in a rural area to help bridge this gap.

Artwork: Rose saha, Age - 7

Ravenously Lost

Rayan Dash, Age 11

Yellow palm trees swayed in the chilly gale as the lavish aroma of coconuts pervaded the transparent air. Ray, fatigued by the stunning fragrance, trudged amidst the extensive trees, scavenging for some fallen, diminutive, delectable coconut. Abruptly, myriads of coconuts, out of the blue, cascaded down, coating Ray. As he dropped to the floor, petrified, numerous, minuscule beetles lurked around.

Scuttle, scuttle! The nonchalant critters swiftly struck at their prey, expeditiously devouring the silky, milky-white coconut skin, whilst slurping up the scrumptious coconut, as the fruit's water splattered all over Ray.

Momentarily, the insects left a substantial mess, their crumbs and manure scattered across Ray's drenched, claret shirt.

Wearily, tossing aside the excess coconuts and wood chips on him, Ray stood up opening his eyes, pondering why this had happened. Two disastrous events occurring back-to-back had been expelled on him, had a tragic curse been spelled on him too?

His viridescent eyes promptly widened and his pale hands quenched together as he realised he was now not dawdling through a vast palm tree forest anymore.

"He-hello?" queried Ray faintly, only to apprehend his own echo. Eternal darkness enclosed around him, mystifying him of what part of the colossal Earth he was on. Ray prodded his arms about, trying to scan his surroundings.

Rumble! Rumble

"What on earth!" Ray retorted, tucking his body into the depths of his cobalt, denim jeans and shirt only to realise his stomach was substantially rumbling.

Ploof! What, he pondered, I thought I was the only one here. Kersplatt! Ray tripped over what felt something like a miniature tennis ball, falling face-first into the plushy sand.

Stealthily, after attaining to stand up, Ray picked up the vague object, examining it with his sense of smell and touch.

After what seemed like minutes, Ray decided that it was a succulent apple. Figuring out the situation his indigent stomach was in, he finally took a cosmic bite of the apple, or so he thought.

"Arrrrrrggghhhh!" screamed Ray, clutching his puny stomach, and falling to the ground. A multitude of poisonous gases filled his body making him light-headed and vulnerable as he passed out.

Artwork: Aadrik Mistry, Age - 3

Artwork: Arushi Saha, Age - 7

Achieving your Dream

Anindita Dey Troyee

In a quaint little village, there was a chicken named Cluckster who had one dream: to fly. Every morning, Cluckster would flap his wings energetically and run as fast as he could, but the best he managed was a brief hop before landing unceremoniously in the hay. The other animals in the village thought Cluckster was a bit daft. "Chickens can't fly," they said. "Why don't you just settle for scratching in the dirt and pecking for worms like the rest of us?"
But Cluckster didn't listen. He had a vision board made from old barn scraps, filled with pictures of birds soaring high and motivational quotes like "Believe in Your Wings." Cluckster knew the odds were against him, but he was determined.

One day, as Cluckster was practicing his flight routine, a powerful windstorm rolled through the village. The storm was so strong it lifted Cluckster off the ground. He flapped his wings frantically, surprised to find himself staying in the air. For the first time, Cluckster was soaring above the village! As the storm subsided, Cluckster gently landed in a neighboring field. The other animals gathered around, astonished. "Wow, Cluckster! You flew!" Cluckster puffed out his feathers and said, "I told you! Sometimes you just need a little push—literally—to achieve your dreams." From that day on, Cluckster became a local legend, and the animals admired his perseverance. Whenever someone in the village faced a challenge, they'd say, "Just channel your inner Cluckster. Who knows what you might achieve with a bit of determination and a strong gust of wind!"

Artwork: Rudro Talukder, Age - 8

Artwork: Priyasha Barua Laur, Age - 6

Artwork: Arshita Saha, Age 3

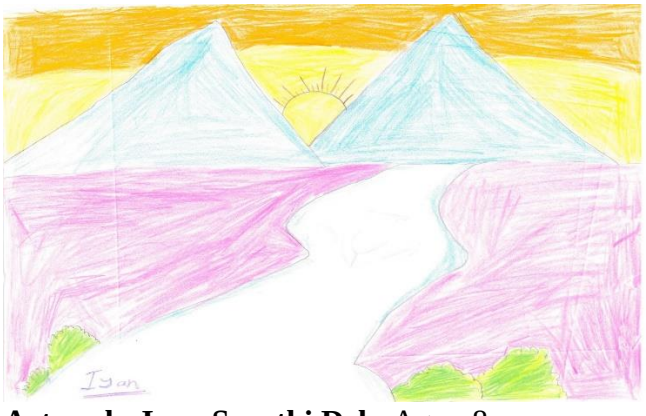

Artwork: Iyan Sarathi Deb, Age - 8

Artwork: Neelargho Debnath, Age - 6

Artwork: Akankha Dutta, Age - 10

Artwork: Drik Saha, Age - 9

Artworks: Trayi Mitra, Age - 10

BSPC

lotterywest
WELCOME

BSPC

মঙ্গল শোভাযাত্রা

মঙ্গল শোভাযাত্রা

Bangali society for Puja & Culture Inc.

STOP VIOLENCE AGAINST SECULARISM
EQUALITY AND JUSTICE
FOR THE MINORITIES IN BANGLADESH
SAVE THE MINORITIES

SAVE
SAVE